কাশী স্মরণে

—মঞ্জরী চ্যাটার্জী

গত ১৪/১২/২০২৪ আমাদের শ্রদ্ধেয় ভালোবাসার কাশীদা এই পৃথিবী থেকে চলে গেলেন।

তিনি আমাদের পরমগুরু শ্রী শ্রীমৎ ঠাকুর বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজী-র মন্ত্রশিষ্য। তাছাড়া শুনেছি বৈদ্যবাটি আশ্রমের শ্রীশ্রী সদানন্দ মহারাজজীর কাছ থেকে স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছিলেন।

কাশীদাকে ১৯৭১ সালে ভবানীপুরে ঠাকুর শ্রীশ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজীর জন্মমহোৎসবে প্রথম দেখেছি। তার যতদিন চলাফেরায় কোন অসুবিধা ছিল না ততদিন প্রত্যেক বছরই দেখা হতো। কাশীদা, সুকুমারদা, মণিদা, কল্যাণদা-রা উৎসবের আগের দিন আসতেন। পরদিন হাওড়া জগন্নাথ ঘাট থেকে ফুল এনে মাঠের প্যান্ডেল, ঠাকুরের ঘর সব সাজাতেন।

আগের দিনও মাঠের প্যান্ডেল, ছাদের প্যান্ডেল, যেখানে রান্না ও খাওয়া দাওয়া হত সেখানটা পাহারা দেওয়াও ওদের কাজ ছিল। উৎসবের দিনও ওরা সব কাজ দেখতেন। সেখান থেকেই আমার ওদের সঙ্গে আলাপ। আমাকে মঞ্জুদিদি বলে ডাকতেন।

যখন থেকে আসতে পারেন না ফোন করে ভবানীপুরের কাজের এবং অন্যান্য খবরাখবর নিতেন।

বেশ কয়েকবছর উলুবেড়িয়ায় মেয়ের কাছে থাকতেন। বেলুড়ে শ্রীশ্রী যোগানন্দ ব্রহ্মচারীজির উৎসব থেকে ফেরার সময় ওঁর সঙ্গে দেখা করেই আসতে হ'ত। সবার খবরাখবর নিতেন। সবার নাম মনে ছিলো। যাদের নাম পরে আমার কাছে জেনেছেন, প্রত্যেকের নাম ক'রে ক'রে খবর নিতেন।

কাশীদার চলে যাওয়া বুঝিয়ে দিলো পুরোনরা একে একে সবাই চলে যাচ্ছেন।

ওনার খুব ইচ্ছে ছিল—ভবানীপুরের আশ্রমের বাড়িটা একবার দেখে যাবেন। বাড়িটা কেনার পরে সারাই, মেরামত করে কেমন হয়েছে সে কথা বারবার জানতে চেয়েছেন। অপার কৌতূহল ছিল।

নতুন কারা এলো, আশ্রমে নতুন কি কি কর্মধারা চলছে সব ফোন করে জানতে চাইতেন। নতুনদের সবাইকে দেখতেও চাইতেন। ক'দিন আগেই আমায় ফোন করেছিলেন, বেলুড়ের উৎসবে গেলে যেন অতি অবশ্যই তার সাথে দেখা করে যাই।

২০২৩ সালে বেলুড়ের উৎসবে আমি যেতে পারিনি। রাজনৈতিক গোলমাল চলছিল—ভয়ে যেতে পারিনি।

আর দেখা হল'না।

তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমি বিশ্বাস করি উনি তাঁর ঈশ্বরের কাছেই আছেন।